শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালী

উপনিষদ ও বেদান্তের আলোকে এক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-এর নির্দেশিকা অবলম্বনে

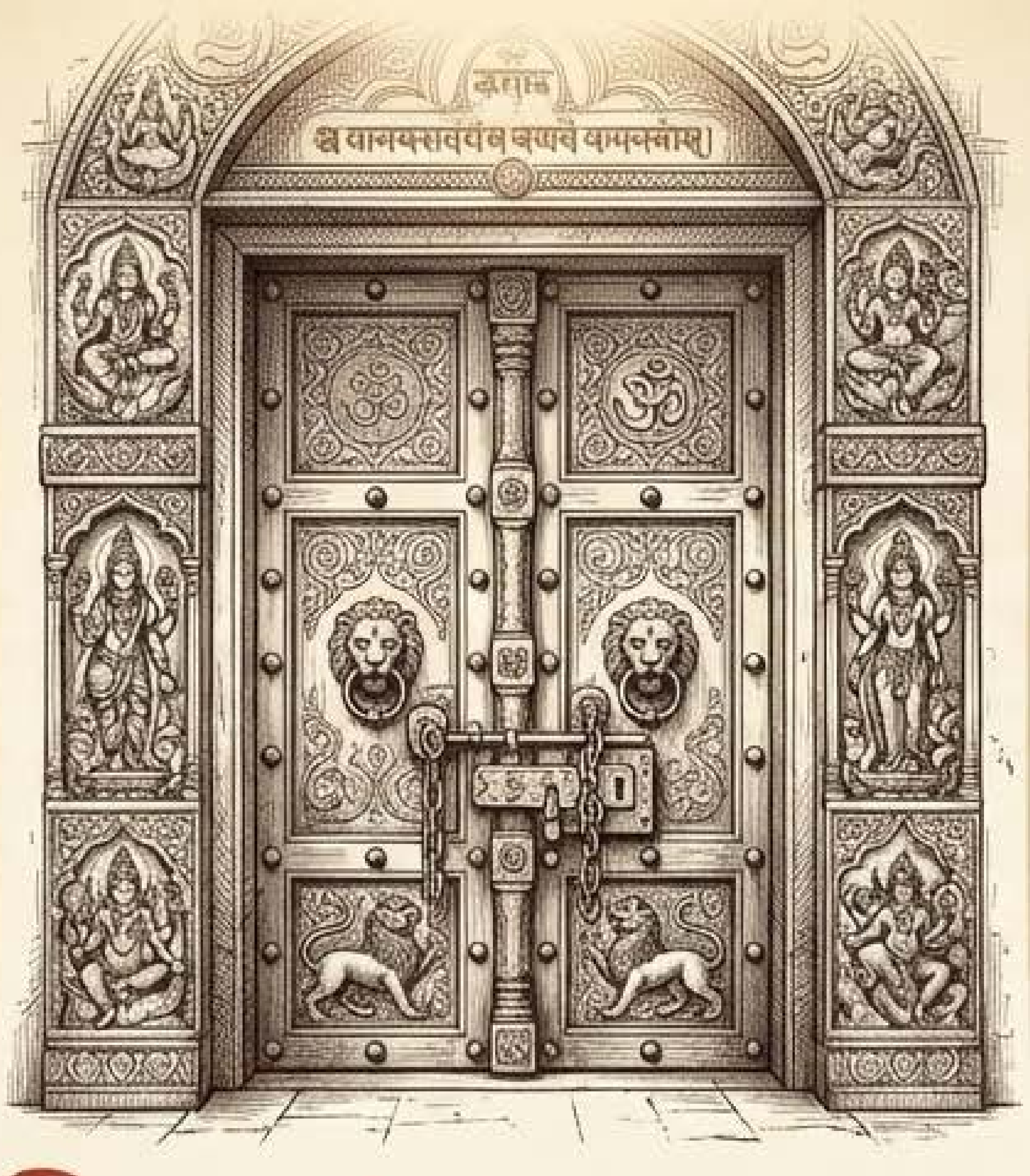

সতর্কবাণী: সর্বসাধারণের জন্য নহে

এই নির্দেশিকা কেবল 'অখণ্ড-দীক্ষিত' সাধকদের জন্য।
যাঁরা দীক্ষিত নহেন, এই পাঠ তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ।
এটি কেবল শ্রীগুরুর চরণে শরণাগত ভক্তদের জন্য এক গূঢ় সাধনপথ।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

(কঠোপনিষদ ১.২.২৩)

আত্মা বুদ্ধির অতীত

এই আত্মা প্রবচন, মেধা বা বহুশ্রবণের দ্বারা লভ্য নয়।

আধ্যাত্মিক সাধনা কোনো তাত্ত্বিক বক্তৃতা নয়। যাকে আত্মা নিজে গ্রহণ করেন, কেবল তিনিই এই সত্য উপলব্ধি করেন।

প্রবেশের শর্ত: শ্রীগুরুতে শরণাগতি

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।” (মুণ্ডক ১.২.১২)

- ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য শিষ্যকে হতে হবে বিনয়ী (সমিৎপাণি)।
- গুরু হতে হবে শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ।
- শরণাগতি ছাড়া এই উপাসনা অসম্পূর্ণ।

অনুপযুক্তের ঝুঁকি

“অবিদয়ামন্তরে বর্তমানাঃ... দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ।” (কঠোপনিষদ ১.২.৫)

- যারা প্রকৃত দীক্ষার পথ জানেন না, অথচ নিজেদের জ্ঞানী ভাবেন, তাঁরা অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে বেড়ান।
- অনধিকারীর হাতে এই সাধন প্রণালী পড়লে তা বিকৃত ও অপব্যবহৃত হতে পারে।

উপাসনার পরম উদ্দেশ্য

অদ্বৈত অভিজ্ঞতা

‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ — সত্য এক, দ্বিতীয় কিছু নেই।

আত্মানুসন্ধান

অন্তরে ঈশ্বর-স্বরূপ উপলব্ধি

চিত্তশুদ্ধি

মনকে নির্মল করা

দীক্ষা

ধাতু: দী (Di) / দা (Da)
অর্থ: দীপন বা দান
ফল: জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করা

ধাতু: ক্ষা (Ksha)
অর্থ: ক্ষেপণ বা ক্ষয়
ফল: পাপ ও অজ্ঞান বিনাশ করা

দীক্ষা কেবল মন্ত্রদান নয়, এটি অন্তরের রূপান্তর।

‘অখণ্ড’ শব্দের তাৎপর্য

অখণ্ড = অবিচ্ছিন্ন, নিরবচ্ছিন্ন, পূর্ণ

- এটি কোনো সাময়িক অনুষ্ঠান নয়।
- এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক অঙ্গীকার।
- জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই চেতনার অন্তর্গত।

অখণ্ড-দীক্ষা কী?

অঙ্গীকার + নিরবচ্ছিন্নতা = অখণ্ড-দীক্ষা

অটল সম্পর্ক

(একবার গুরু-শরণে প্রবেশের পর তা আবৃত্যু রক্ষা করা।)

মন্ত্রদোষ নাশ

(গুরুর শক্তিতে শিষ্যের মন্ত্র ও জীবনের দোষ স্খলন।)

নবজন্ম

(দীক্ষা হলো আত্মার পথে নবজন্ম।)

আধ্যাত্মিক রূপান্তর

গুরুর কৃপায় মন্ত্রের দোষ স্খলন হয় এবং শিষ্য এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করেন।

নিত্য ব্রহ্মচর্য ও অখণ্ড স্মরণ

"সত্যেন লভ্যস্তপসা... ব্রহ্মচর্যেন নিত্যম্।" (মুণ্ডক ৩.১.৫)

এখানে 'নিত্য ব্রহ্মচর্য' মানে প্রতিক্ষণ ঈশ্বরস্মরণে স্থিত থাকা।
ঘুম, আহার, কর্ম – সব অবস্থায় চেতনা গুরুবাণীতে নিবিষ্ট থাকে।

দ্বন্দমহীন জীবন

সাধকের জীবনে ‘দুটি জীবন’
(সংসার বনাম সাধনা) থাকে না।

একটাই জীবন = অখণ্ড সাধনা।

গুরু কেবল শিক্ষক নন,
তিনি জীবন-নিয়ামক শক্তি।

গুরু কেবল, স্যবন্দমহীন জীবন শাক্তের সখণ্ড নীয়ামহ করলে
সখণ্ড আঙ্ক্ষ্যলেতার গুরুবানীতে নিবিষ্ট থাকে।

অসঙ্গ হ্যয়ং পুরুষঃ

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪.৩.১৫)

অখণ্ড-দীক্ষিত সাধক সংসারে থেকেও অন্তরে ‘অসঙ্গ’।

চেতনা সর্বদা ব্রহ্মের সাথে যুক্ত।

দ্বিধাহীন চিত্ত: ‘গুরু-প্রদত্ত পথই আমার সর্বস্ব।”

গোপনীয়তার যৌক্তিকতা

- সাধারণের পক্ষে এই ‘অখণ্ড-স্মরণ’ বা অবিচ্ছিন্ন জপ সম্ভব নয়।
- কেবল সমর্পিত সাধকই এই সাধনপথের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন।
- তাই এই অমূল্য রত্ন কেবল অধিকারীর জন্যই সংরক্ষিত।

একমেবাদ্বিতীয়ম্
(One Without a Second)

ব্যক্তি ও পরমাত্মার মিলন | ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

-Created by Tapan Kr MUkherjee, Dhanbad